দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... SEP 1 3 199... পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ...

বৈষম্য নিয়ে মতবিনিময়

রাজশাহীতে বেসরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষক ও অভিভাবকদের বিক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত

রাজশাহী অফিস ঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক সম্প্রতি লেসন প্ল্যানের মাধ্যমে রুটিন পরিবর্তন করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত স্কুল-কলেজ খুলে রাখার নতুন নিয়মে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। গত (বৃহস্পতিবার) বিকালে নগরীর শাহ মখদুম কলেজে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন, রাজশাহী শাখা আয়োজিত শিক্ষক, অভিভাবক, আইনজীবীসহ বিভিন্ন পেশার মানুষের সাথে মতবিনিময়কালে শিক্ষকরা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। প্রিন্সিপাল মোল্লা সোহরাবুল আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আবদুল বারী, রাজশাহী বারের সাধারণ সম্পাদক এনামুল হক, জাতীয় পার্টি নেতা মোস্তাক আহমেদ লাবু, প্রিন্সিপাল অনিল কুমার।

সভায় বক্তারা বলেন, শিক্ষকদের অবহেলা করে, বৈষম্যের বেড়াজালে আটকে রেখে শিক্ষা ব্যবস্থাকে চাঙ্গা করা যায় না। ক্যাডেট কলেজ, সরকারী কলেজ ও বেসরকারী কলেজে একই সিলেবাসের মাধ্যমে পাঠদান করা হয়। নিয়ম-কানুন প্রায় এক। অথচ সরকারী শিক্ষকদের তুলনায় বেসরকারী শিক্ষকরা ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা পান না। যেখানে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা বাড়ী ভাড়া বাবদ পান আড়াই থেকে তিন হাজার টাকা, সেখানে বেসরকারী কলেজের শিক্ষকরা পান একশ' টাকা। চাকরি শেষে সরকারী কলেজের শিক্ষকরা ১২/১৫ লাখ টাকা পেলেও বেসরকারী শিক্ষকদের সে সুযোগ নেই। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষক ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, এখন দেখি আমার ছাত্র সহযোগী অধ্যাপক পর্যন্ত হয়ে গেছে, তখনও আমি যেখানে ছিলাম সেখানেই রয়ে গেছি। আমরা কাউকে হিংসা করি না। নিজেদের দুঃখের কথা বলছি।

অভিভাবকরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, পরীক্ষাসমূহের ফরম পূরণ এবং শিক্ষা উপকরণের দাম বেড়ে গেছে কয়েকগুণ। এক স্থানে পাঁচ বোর্ডের কম্পিউটার ব্যবস্থা থাকায় মারাত্মক রকমের ত্রুটি হচ্ছে। এক বোর্ডের ফল অন্য বোর্ডে চলে যাচ্ছে, নম্বর উল্টাপাল্টা হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। ঢাকায় কম্পিউটার করতে গিয়ে বোর্ডগুলোর খরচ বেড়েছে। অভিযোগ করে বলা হয়, এবার এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করতে গিয়ে শুধুমাত্র পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের পিছনে খরচ হয়েছে প্রায় লাখ টাকা। সভায় বক্তারা নিজ নিজ বোর্ডে কম্পিউটার ব্যবস্থা চালু করার দাবী জানিয়ে বলেন, এতে সবার হয়রানি কমবে।

সমাবেশে বক্তারা বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের মূল বেতন ১০০ ভাগ প্রদানসহ ১৫ দফা দাবী মেনে নেয়ার আহবান জানান। সভায় শিক্ষক, অভিভাবক ও প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতায় পাবলিক পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধের আহবান জানানো হয়।